রোটারী ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৮০, বাংলাদেশ এর ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন

এবং রোটারী পিস এওয়ার্ড ২০১৩ গ্রহণ অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল, ঢাকা, শনিবার, ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০, ০৮ জুন ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রোটারী ইন্টারন্যাশনালের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট Mr. Bhichai Rattakul,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত রোটারিয়ানবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

রোটারী ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৮০, বাংলাদেশের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আমি দেশের সকল রোটারিয়ানকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মানব সেবা, বিশ্বব্যাপী সৌহার্দ্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে ১৯০৫ সালে রোটারী ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ১২ লক্ষাধিক রোটারী সদস্য হয়েছে। যাদের প্রত্যেকেই সম্পদশালী এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত। রোটারিয়ানরা বিশ্বব্যাপী জনসেবামূলক কর্মকান্ড সম্প্রসারণ করেছে। সমাজের দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে অবদান রাখছে। সেজন্য বিশ্বের সকল রোটারিয়ানকে ধন্যবাদ জানাই।

সুধিমন্ডলী,

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতিই ছিল সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার আদায় করা। তিনি ছিলেন বিশ্বের মুক্তিকামী, নিপীড়িত ও মেহনতি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা। এ অধিকার আদায়ে তিনি জেল, জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করেছেন।

জাতির পিতার নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হয়। সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারও প্রতি বৈরিতা নয় এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি তিনি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেন। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদানের জন্য বিশ্ব শান্তি পরিষদ জাতির পিতাকে ১৯৭৩ সালে ‘‘জুলিও কুরি'' শান্তি পদকে ভূষিত করে।

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমিও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। জাতির পিতার আদর্শে গড়া আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসেবে আমি দলের প্রতিটি নেতা-কর্মীকে সেই পরামর্শই দিয়ে আসছি।

বিশ্বব্যাপী এখন টেকসই উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে। যা শুধু বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সম্ভব বলে আমি মনে করি। তাই আমি ২০১১ সালে বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ‘‘জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন'' মডেল উপস্থাপন করি। গত ডিসেম্বরে জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব পাশ করেছে।

এই মডেলে আমি ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, বৈষম্য কমিয়ে আনা, বঞ্চনার অবসান, সুবিধাবঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্তিকরণ, দ্রুত মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং সন্ত্রাস নির্মূলকে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে করণীয় হিসেবে চিহ্নিত করেছি।

আজকের রোটারী পিস এওয়ার্ড প্রদান আমাদের এ শান্তি উদ্যোগকে আরও উৎসাহ যোগাবে। এ গৌরব দেশের প্রতিটি মানুষের। বাংলার জনগণের প্রতি রোটারিয়ানদের এ স্বীকৃতি আমাদের প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে।

সুধিমন্ডলী,

দেশে আমরা দারিদ্র্য বিমোচনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি। এজন্য আমরা গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করেছি। প্রতিটি গ্রাম উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে।

অর্থনীতিতে প্রায় সাড়ে ছয় শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও রপ্তানি আয়, রেমিটেন্স ও রিজার্ভে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। মাথাপিছু আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্যসেবা গ্রাম পর্যন্ত নিশ্চিত করেছি। ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামের জনগণ তথ্যপ্রযুক্তি সেবা নিতে পারছে।

আমরা শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছি। কৃষির ব্যাপক উন্নয়ন নিশ্চিত করেছি। নিম্নবিত্ত মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছি। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায়ও আমরা উদ্যোগ নিয়েছি।

আমরা গণতন্ত্রকে সুসংহত করেছি। আমরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি। যুদ্ধাপরাধী-মানবতাবিরোধীদের বিচারের মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছি।

আমাদের এ কর্মযজ্ঞে রোটারিয়ানরাও সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা শিক্ষা ও মানবসেবা উন্নয়নে কাজ করছে। এসব কাজে তাদের আরও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানাই।

সুধিমন্ডলী,

আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। এর মধ্য দিয়ে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা অর্জন করবো। রোটারীসহ দেশের প্রতিটি মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের এ কর্মযজ্ঞে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানাই।

সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা  জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।